হারুকি মুরাকামি
গল্প সংকলন

হারুকি মুরাকামি
গল্প সংকলন

সম্পাদনা

উৎপল দাশগুপ্ত

সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত

KOBI PROKASHANI

হারুকি মুরাকামি গল্প সংকলন
সম্পাদনা : উৎপল দাশগুপ্ত
সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সম্পাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Haruki Murakami Golpa Sangkalan edited by Utpal Dasgupta & Sudeshna Dasgupta Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: May 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98947-5-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

হারুকি মুরাকামি অনুরাগী বাঙালি পাঠক সমাজকে

ভূমিকা

বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের কাছে হারুকি মুরাকামি একটি অতি জনপ্রিয় নাম। মুরাকামি একজন জাপানি ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার এবং অনুবাদক। কিন্তু তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কম করে পঞ্চাশটি ভাষায় তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্প অনূদিত হয়েছে।

জাপানের কিয়োতো শহরে ১২ জানুয়ারি ১৯৪৯ সালে তাঁর জন্ম। ওয়াসিদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য তিনি টোকিও শহরে চলে আসেন। সাত বছর ধরে একটি জাজ-বার পরিচালনার পরে ১৯৭৯ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *Hear the Wind Sing* প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালে এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ হয়। কল্পকাহিনির নবীন লেখক হিসেবে তিনি একটি পুরস্কারও লাভ করেন।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *A Wild Ship Chase* (১৯৮২), *Norwegian Wood* (১৯৮৭), *The Wind-ip Bird Chronicle* (১৯৯৪-৯৫), *Kafka on the Shore* (২০০২), এবং *1Q84* (২০০৯-২০১০)। *A Wild Ship Chase* উপন্যাসটি তাঁকে প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। মুরাকামির কয়েকটি ছোটগল্পের সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে—*The Elephant Vanishes* (১৯৯৩), *Blind Willow, Sleeping Woman* (২০০৬), *Men Without Women* (২০১৪), *First Person Singular* (২০২০)। *Underground* এই শিরোনামে জাপানের Sarin Gas Attack নিয়ে একটি তথ্যভিত্তিক বইও লিখেছেন। আমেরিকান লেখক রেমন্ড কার্ভার, পল থারো, ট্রুম্যান ক্যাপোট, উরসুলা ল্য'গুইন এবং জে ডি স্যালিঙ্গারের রচনা জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

মুরাকামির সর্বশেষ উপন্যাস *The City and its Uncertain Walls* ২০২৩ সালে জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। (এর ইংরেজি কোনো অনুবাদের খবর এখনও পাওয়া যায়নি।)

মুরাকামির বেশির ভাগ রচনাই উত্তম পুরুষে রচিত। তাঁর মতে জাপানি সমাজব্যবস্থায় পরিবারের একটি বুনিয়াদি ভূমিকা রয়েছে, তাই কাহিনির স্বাবলম্বী মুখ্য চরিত্র সাধারণত একজন পুরুষ হয়ে থাকেন এবং তিনি নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে স্বাধীন সত্তা এবং স্বাতন্ত্র্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মুরাকামির লেখায় তাঁর অসামান্য রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

হারুকি মুরাকামির লিখনশৈলীকে প্রায়ই জাদুবাস্তবতা, পরাবাস্তববাদ এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির উপাদান যেমন সংগীত ও সাহিত্যের এক অনন্য মিশ্রণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। তাঁর কাজগুলো কল্পনা এবং বাস্তবতার মিশ্রণ, যা তিনি একাকিত্ব এবং আত্মোপলব্ধির মতো থিমগুলো অন্বেষণ করতে ব্যবহার করেন।

মোটামুটিভাবে মুরাকামির রচনার প্রধান বৈশিষ্টগুলো হলো—১. উত্তম পুরুষে গল্প বলা; ২. তাঁর রসবোধ এবং হালকা চালে, সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘটনার বর্ণনা করার ক্ষমতা; ৩. জাদুবাস্তবতা, পরাবাস্তবতা এবং অলীক কল্পনা প্রয়োগ করার দুঃসাহসিক প্রয়াস; এবং ৪. মৌলিকত্ব।

মুরাকামির লেখার সমালোচনাও হয়েছে বিস্তর। তাঁর লেখার প্রধান সমালোচনাগুলো এই রকম :

১. নারীচরিত্র চিত্রায়ণ : সমালোচকরা বলেন যে মুরাকামির বইয়ে নারী চরিত্রগুলোকে প্রায়ই যৌনতা বা শুধুমাত্র পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিছু পাঠক তাঁর লেখাগুলোকে যৌনতাবাদী এবং অসামাজিক বলে অভিযুক্ত করেছেন। তাঁকে অনেকে নারীবিদ্বেষীও বলে থাকেন।

২. চরিত্রগুলোর উন্নাসিকতা : অনেকে মনে করেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো উন্নাসিক এবং দাম্ভিক।

৩. যৌন দৃশ্য : অনেকেই বলেন মুরাকামির যৌন দৃশ্যগুলো প্রশ্নবিদ্ধ (Questionable) বা একদেশদর্শী (fetishtic)।

নোবেলজয়ী জাপানি সাহিত্যিক কেনজাবুরো ওয়েও মুরাকামির লেখাকে নানাভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে মুরাকামি হলেন বিষণ্নতাবোধের অশ্লীল কথাকার (Oe called Murakami ‘a pornographer of depression.’)।

এই সংকলনে মুরাকামির ১৪টি ছোটগল্পের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। ইংরেজি অনুবাদ থেকেই গল্পগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছেন *গল্পপাঠ*-এর লেখক এবং অনুবাদকেরা। গল্পগুলো বিভিন্ন সংকলন থেকে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য কিছু গল্প আছে যা এখনও কোনো সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গ্রন্থশেষে পাঠকের সুবিধার্থে সংক্ষেপে প্রতিটি গল্পের থিমকে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূ চি প ত্র

এক শিনাগাওয়া বানরের স্বীকারোক্তি • ভাষান্তর : অমিতাভ চক্রবর্ত্তী ১১
নীরবতা • ভাষান্তর : মোস্তাক শরীফ ৩০
আয়না • ভাষান্তর : শুভ চক্রবর্তী ৪৪
ইপানিমার মেয়েটি • ভাষান্তর : মৌসুমী কাদের ৫০
হাওয়া গুহা • ভাষান্তর : কুলদা রায় ৫৫
নারীবিহীন পুরুষ • ভাষান্তর : কুলদা রায় ৬৭
মানুষখেকো বিড়াল • ভাষান্তর : সাগুফতা শারমীন তানিয়া ৮১
রাতের ট্রেনের হুইসেল অথবা গল্পের ক্ষমতা • ভাষান্তর : মৌসুমী কাদের ৯৯
রোমান সাম্রাজ্যের পতন ভারতীয় জাগরণ ১৮৮১ হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণ
আর খ্যাপা বাতাসের রাজত্ব • ভাষান্তর : বিকাশ গণ চৌধুরী ১০১
শেহেরজাদ • ভাষান্তর : রওশন জামিল ১০৭
বার্থ ডে গার্ল • ভাষান্তর : ফারহানা আনন্দময়ী ১২৭
নির্যাস • ভাষান্তর : উৎপল দাশগুপ্ত ১৩৯
একটি জানালা • ভাষান্তর : উৎপল দাশগুপ্ত ১৫২
এপ্রিলের এক সুন্দর সকালে ১০০% নিখুঁত মেয়েটিকে দেখে • ভাষান্তর : উৎপল দাশগুপ্ত ১৫৮
গল্প পরিচিতি ১৬৩
অনুবাদক পরিচিতি ১৬৭

এক শিনাগাওয়া বানরের স্বীকারোক্তি

ভাষান্তর : অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

বয়স্ক বানরটির সাথে প্রথম আলাপ, সে প্রায় বছর পাঁচেক হবে, গুন্মা প্রদেশের এক গরম জলের ঝরনার শহরে, এক ছোট জাপানি সরাইখানায়। নিতান্তই সাদামাটা, বা আরেকটু সঠিকভাবে বললে, জরাজীর্ণ একটা আস্তানা, কোনোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্রেফ রাতটা কাটানোর জন্য এই সরাইখানাটায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

আমি সে সময়টা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অন্তরাত্মা যেদিন যেদিকে নিয়ে যায়। গরম জলের ঝরনার শহরটায় যখন ট্রেন থেকে নামলাম, রাত ৭টা পার হয়ে গেছে। শরৎকাল প্রায় শেষ। সূর্য ডুবে গেছে বহুক্ষণ। পাহাড়ি এলাকায় রাত নামে এক অদ্ভুত সমুদ্র-নীল রঙের অন্ধকার সঙ্গে করে। সেই আঁধার এখন চারদিক ঢেকে ফেলেছে। পাহাড়চূড়া থেকে নেমে আসা কামড়ে ধরা ঠাণ্ডা বাতাসে মুঠো মুঠো পাতার ঘূর্ণি পাক খেতে খেতে গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তা বরাবর।

শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রচুর ঘুরে বেড়ালাম একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়ার জন্য। কিন্তু ভালো আস্তানাগুলোর কোনোটাই রাতের খাওয়ার সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ঘর দিতে রাজি হলো না। পাঁচ-ছয়টা জায়গায় চেষ্টা চালালাম, সব কটা সটান না করে দিল। শেষে শহরের বাইরে একটা প্রায় পরিত্যক্ত অংশে এই সরাইখানাটি পাওয়া গেল যেটা আমায় থাকতে দিতে রাজি হলো। কেউ থাকে বলে মনে হলো না, ভাঙাচোরা, কোনোভাবে মাথা গোঁজার মতো একটা চটি বলা যায়। অনেক বছর পার হয়ে গেছে এর জীবনে। কিন্তু পুরনো সরাইগুলোর যে বিশেষ একটা আকর্ষণ থাকে, সেরকম কিছুর চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। এখানে ওখানে জিনিসপত্র এমন বাঁকা-ত্যাড়া করে লাগানো যে মনে হয় যাহোক করে কাজ সারা হয়েছে, সেটা বাকি অংশের সাথে মিলুক চাই না মিলুক। আর একটা ভূমিকম্পেও এটা টিকবে কি না সন্দেহ আছে। আমি শুধু একটাই আশা করছিলাম যে আমি থাকা কালে কোনো কাঁপাকাঁপি না ঘটে।

সরাইটায় রাতের খাবারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবে সকালের জলখাবারটা ভাড়ার দামের মধ্যে ধরা ছিল। আর এক রাতের থাকার ভাড়াও ছিল

অত্যন্ত সস্তা। ভিতরে ঢুকেই একটা রিসেপশন ডেস্ক, তার ওপাশে বসে আছে এক টেকো বুড়ো যার মাথায় একটা চুলও অবশিষ্ট নেই। বলতে কি, ভুরুটা পর্যন্ত ফাঁকা, একেবারে নির্লোম। আমার থেকে এক রাতের ভাড়া আগাম নিয়ে নিল। ভুরু না থাকায় লোকটার গোল্লা গোল্লা চোখ দুটো কেমন অস্বাভাবিক রকম জ্বলজ্বল করছিল, গনগনে ভাটার মতো। পাশে মেঝেতে গদির মতো কিছু একটার ওপরে একটা বিশাল বাদামি বিড়াল, একই রকম আদ্যিকালের জীব, থেবড়ে পড়ে আছে, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। নাকে নির্ঘাত কিছু গণ্ডগোল আছে ওটার, তা না হলে এত জোরে নাক ডাকে না, অন্তত আমি আর কোনো বিড়ালকে ডাকতে শুনিনি। খুব মানানসইভাবেই, নাক ডাকার সুরটায় থেকে থেকে একটা ছন্দপতন হয়ে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। সরাইখানাটার সমস্ত কিছুই যেন ভীষণ পুরনো আর যে কোনো সময় ভেঙে পড়বে।

আমায় যে ঘরটা দেওয়া হলো, বেজায় চাপা, বড়জোর একটা ফুটনের বিছানা ঠাসতে পারে এত সরু, ছাদ থেকে একটা টিমটিমে আলো ঝুলছে, শোয়ার তোশকটার নিচে মেঝেটা প্রত্যেকবার নড়াচড়ার সাথে এক অদ্ভুত অলক্ষুণে বিলাপ করছিল। কিন্তু মত পালটানোর পক্ষে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি শুধু নিজেকে বললাম, মাথার উপরে ছাদ পেয়েছ, নিচে শোয়ার বিছানা পেয়েছ, আর কী চাই।

সঙ্গের মালপত্র বলতে একটাই জিনিস ছিল আমার। গোব্দা একটা পিঠে বওয়ার ব্যাগ। সেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখেই আবার শহরের দিকে পা বাড়ালাম। (এই ঘরে বেশিক্ষণ কাটানো খুবই মুশকিল।) কাছাকাছি একটা সোবা-নুডল্‌সের দোকানে কোনো রকমে রাতের খাবারটা সেরে নিলাম। কাছাকাছি আর কোনো খাবার দোকান খোলা ছিল না। তাই হয় এখানেই খাও না হলে উপোস। আমি একটা বিয়ার নিলাম, তার সাথে চাট হিসেবে কিছু বার-স্ন্যাক্স, আর খানিকটা গরম সোবা। একেবারেই সাদামাটা সোবা। স্যুপটাও সামান্যই গরম। কিন্তু ওই যে বললাম, কোনো অভিযোগ করছি না। আর যাই হোক, খালি পেটে রাতটা কাটানোর হাত থেকে তো বাঁচলাম। খাবার দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর মনে হলো কিছু স্ন্যাক্স আর একটা ছোট বোতল হুইস্কি কিনে নিলে হয়। কিন্তু কোনো দোকান চোখে পড়ল না। রাত্রি আটটা বেজে গেছে। এখন শুধু ওই বন্দুক দিয়ে টিপ করার খেলার দোকানগুলোই খোলা আছে। গরম জলের ঝরনাগুলোর কাছাকাছি ওগুলোকে সর্বত্র দেখা যায়। আমি তাই সরাইখানায় ফিরে একটা ইউকাতা গাউন চাপিয়ে নিয়ে নিচতলার স্নানঘরটার উদ্দেশ্যে পা চালালাম।

জরাজীর্ণ বাড়িটা আর তার অন্যান্য পড়োপড়ো অংশগুলোর তুলনায় গরম জলের ঝরনায় স্নানের জায়গাটা কিন্তু দিব্যি পরিপাটি। ঝরনার জলটা গাঢ় সবুজ

রঙের, জল মিশিয়ে পাতলা করা নয়। গন্ধকের ঝাঁঝাল গন্ধটা, আমার অভিজ্ঞতায়, অন্য যেকোনো ঝরনার থেকে রীতিমতো চড়া। জমিয়ে বসে হাড় পর্যন্ত ভিজিয়ে ফেললাম। আর কেউ স্নান করার ছিল না (গোটা সরাইখানাটাতেই আর কেউ ছিল কি না কে জানে), লম্বা সময় ধরে গা এলিয়ে চমৎকার কাটল সময়টা। কিছুক্ষণ পর মাথার ভিতর কেমন একটা হালকা অনুভূতি। উঠে পড়লাম এবার। একটু পায়চারি করে ঠাণ্ডা হয়ে আবার গিয়ে চৌবাচ্চায় ঢুকে বসে পড়লাম। ভেবে দেখলে, বড় বড় সরাইখানাগুলোয় হট্টমালার ভিড়ে গাদাগাদি করে স্নান করার চেয়ে এইটা অনেক শান্তির ছিল।

এইভাবে তৃতীয়বার গা ভিজিয়ে বসে থাকার সময় বানরের আবির্ভাব ঘটল, ঘরঘর করে কাচের দরজা খানিকটা ফাঁক করে ভিতরে এলো সে। 'মাপ করবেন,' মৃদুস্বরে বলল। আমার বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল যে সে আদপে একটি বানর। ঘন গরম জলের প্রভাবে এমনিতেই মাথা ঘুরছিল, তার ওপরে আমি কখনোই ভাবিনি যে একটি বানরকে কথা বলতে শুনব। তাই প্রথমটায় আমি যা শুনছি আর যা দেখছি অর্থাৎ মানুষের গলা আর বানরের অবয়ব, এই দুটোকে মেলাতে পারছিলাম না। বানরটি তার পেছনের দরজাটি ভেজিয়ে দিল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট জলপাত্রগুলোকে গুছিয়ে রাখল, তারপর একটা থার্মোমিটার জলে ডুবিয়ে জলটার তাপমাত্রা পরীক্ষা করল। গভীর মনোযোগ সহকারে থার্মোমিটারের চাকতিটার দিকে তাকিয়ে রইল, চোখ সরু হয়ে গেছে। যেন কোনো জীবাণু বিশেষজ্ঞ নতুন কোনো রোগজীবাণু আলাদা করছে।

'স্নান করে ভালো লাগল আপনার?' বানরটি জিজ্ঞেস করল আমায়।

'খুব ভালো লাগল। অনেক ধন্যবাদ,' বললাম আমি। বাষ্পের ঘোরে আমার গলার স্বর নরম, গাঢ়। মনে হচ্ছিল আমার নিজের গলা নয়, পৌরাণিক যুগের কোনো মানুষ কথা বলে উঠল, অতি দূর সময়ের ওপার থেকে কারও কণ্ঠস্বর জঙ্গলের গভীরে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এলো। আর সেই প্রতিধ্বনি বলে গেল...আরে, আরে, এক সেকেন্ড, কোনো বানরের এখানে কী কাজ? আর এ মানুষের ভাষাতেই বা কথা বলছে কেন?

'আপনার পিঠটা কি ঘষে দেব একটু?' জিজ্ঞেস করল বানর, নরম মৃদু গলায়। তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে 'ডু-ওপ' গানের দলের মেঘমন্দ্র ধ্বনির কুহক। ওর চেহারা দেখে যেমন মনে হয়, আদৌ সে রকম নয়। তা বলে অস্বাভাবিকও লাগেনি। চোখ বন্ধ করে শুনলে মনে হবে, যেন কোনো একজন সাধারণ মানুষ কথা বলছে।

'ঠিক আছে, দিন, ধন্যবাদ,' বললাম আমি। এমন নয় যে আমি বসে ছিলাম কতক্ষণে কেউ এসে আমার পিঠটা ঘষে দেবে। কিন্তু আশঙ্কা হলো—একে ফিরিয়ে দিলে মনে করতে পারে যে বানর বলেই একে দিয়ে কাজটা করালাম না। আমার

মনে হলো বানরের দিক থেকে এই প্রস্তাব যথেষ্টই সহৃদয় এবং একে দুঃখ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি তাই আস্তে আস্তে চৌবাচ্চা থেকে উঠে এলাম, বানরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একটা ছোট্ট কাঠের পাটাতনের ওপর ধপাস করে বসে পড়লাম।

বানরের পরনে কিছু ছিল না। একটি বানরের ক্ষেত্রে অবশ্য সেটা হতেই পারে। তাই আমার কাছে এটা অস্বাভাবিক কিছু লাগেনি। বানরটিকে দেখে মনে হলো বেশ বয়স হয়েছে। গায়ের লোমে সাদার পরিমাণ ভালোই। সঙ্গে করে একটা ছোট তোয়ালে নিয়ে এসেছিল। সেটায় সাবান মাখিয়ে দক্ষ হাতে ভালো করে আমার পিঠটা ঘষে দিল।

'ঠাণ্ডাটা বড্ডই পড়েছে এখন, ঠিক কি না?' নিজের মতামত জানাল বানর।

'তা পড়েছে বটে।'

'আর কদিনের মধ্যেই এই জায়গাটা বরফে ঢেকে যাবে। ছাদ থেকে তখন বেলচা মেরে বরফ সরাতে হবে। কাজটা, বিশ্বাস করুন, মোটেও সোজা নয়।'

এই সময় বানরের কথায় মুহূর্তের জন্য একটা বিরতি পড়ল আর আমি তড়াক করে আমার প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম, 'তুমি তা হলে মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারো?'

'তা পারি,' চটপট উত্তর এলো বানরের কাছ থেক। এই প্রশ্ন ওকে নিশ্চয়ই অনেকবার শুনতে হয়। 'খুব ছোট থেকেই আমি মানুষের হাতে বড় হয়েছি এবং কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে থেকেই আমি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি। লম্বা সময় ধরে আমি টোকিওতে ছিলাম, টোকিওর শিনাগাওয়াতে।'

'শিনাগাওয়ার কোথায়?'

'গোটেনিয়ামার কাছাকাছি।'

'চমৎকার জায়গা।'

'ঠিক। জানেন নিশ্চয়ই, থাকার জন্য খুব সুন্দর জায়গা। কাছেই গোটেনিয়ামা উদ্যান। ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ—খুব উপভোগ করেছি।'

এই পর্যায়ে এসে আমাদের কথাবার্তায় একটা বিরতি পড়ল। বানরটি শক্ত হাতে আমার পিঠ ঘষে যাচ্ছিল (খুব আরাম লাগছিল আমার) আর আমি চোখের সামনে ঘটে চলা ধাঁধাগুলোর যুক্তিসংগত সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। শিনাগাওয়ায় বড় হওয়া বানর? গোটেনিয়ামা উদ্যান? এমন ঝরঝর করে কথা বলা? কী করে সম্ভব? ভগবানের দোহাই, একটা বানরই তো? বানর ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।

'আমি মিনাটো-কু-তে থাকি' স্রেফ বলার জন্য বললাম।

'তা হলে তো আমরা পড়শিই ছিলাম বলা চলে।' বানরের গলায় বেশ একটা বন্ধুত্বের সুর।

'কেমন ছিল তোমার মনিব?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমার মালিক কলেজের প্রফেসর ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানের লোক। টোকিও গাকুগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় পদে কাজ করতেন।'

'রীতিমতো বুদ্ধিজীবী লোক তা হলে।'

'তাই ছিলেন তিনি। গানবাজনা ভালোবাসতেন খুব, অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশিই হয়তো। বিশেষ করে ব্রুকনার আর রিচার্ড স্ট্রসের বাজনা। এর ফলে আমারও গানবাজনার জন্য একটা বিশেষ আকর্ষণ জন্মে যায়। সবসময়ই সুরের মধ্যে থাকা। বলতে পারো, কিছু না জেনেই এই বিষয়ে একটা জ্ঞান তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার।'

'ব্রুকনার ভালো লাগে তোমার?'

'খুব। বিশেষ করে সপ্তম সিম্ফনি। ওটার তৃতীয় চলনটা তো আমার সব সময়ই মন ভালো করে দেয়।'

'আমি প্রায়ই ওনার নবম সিম্ফনিটা শুনি।' একটু এগোলাম আমি। আদপে হয়তো আরও একটা অর্থহীন কথাবার্তা।

'তা ঠিক, খুবই চমৎকার বাজনা।' বানর স্বীকার করল।

'ওই অধ্যাপকই তা হলে তোমায় আমাদের ভাষাটা শিখিয়েছিল?'

'তা শিখিয়েছিলেন। ওনার নিজের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। হয়তো সেই কারণেই, যখন যেমন সময় পেতেন, বেশ কড়া শাসনেই অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন আমায়। খুব ধৈর্যশীল লোক ছিলেন। শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তীতা এই দুটিকে গুরুত্ব দিতেন সব কিছুর ওপরে। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর লোক। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় লব্জ ছিল, প্রকৃত ঘটনার বারংবার চর্চাই হচ্ছে জ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছানোর একমাত্র পথ। ওনার স্ত্রী ছিলেন একজন শান্ত, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ, আমার প্রতি সবসময় খুবই দয়ালু। নিজেদের মধ্যে ভালো মিলমিশ ছিল। জানি না কোনো বাইরের লোকের কাছে এইভাবে বলা ঠিক হচ্ছে কি না, বিশ্বাস করুন, ওনাদের রাতের ব্যাপারস্যাপার খুবই ইয়ে মানে মাখোমাখো ছিল।'

'আচ্ছা,' বললাম আমি।

বানরটি তার ঘষাঘষির পালা শেষ করল এক সময়। 'ধৈর্য ধরে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ,' মাথা ঝুঁকিয়ে বলল সে।

'অনেক ধন্যবাদ,' বললাম আমি। 'বেশ আরাম লাগছিল। তা, এই সরাইখানাতেই কাজ করো তুমি?'

'ঠিক। এঁরা অনেক অনুগ্রহ করে আমায় এখানে কাজ করতে দিয়েছেন। বড় বড় দামি সরাইগুলো কখনো কোনো বানরকে কাজে রাখবে না। কিন্তু এখানে এদের সবসময়ই কাজের লোকের টানাটানি—তাই যদি তুমি মন দিয়ে কাজ করো,

তুমি বানর হও আর যাই হও, তোমায় রাখতে এদের কোনো আপত্তি নেই। বানর বলে আমায় মাইনে দিতে লাগে নামমাত্র, আবার শুধু সেখানেই কাজ জুটবে যেখানে লোকজনের চোখের আড়ালে আড়ালে কাজ করতে পারব। স্নানের জায়গাটা গুছিয়ে রাখা, ধোয়া-মোছা-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, এই সব আর কি। কোনো বানরকে চা এনে দিতে দেখলে বেশির ভাগ অতিথিই আঁতকে উঠবে। রান্নাঘরের কাজও বাদ, অবশ্যই, কারণ খাদ্য-স্বাস্থ্যবিধির আইনে আটকে যাব।'

'অনেকদিন কাজ করছ এখানে?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'তা প্রায় বছর তিনেক হল।'

'কিন্তু এখানে কাজ নেওয়ার আগে নানা কিছুর মধ্য দিয়ে তোমায় যেতে হয়েছে, তাই না?'

'সে তো বটেই।' মাথা নড়ল বানর।

আমি একটু দোনামোনা করে শেষে আর থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু যদি মনে না করো, তোমার সেইসব পুরনো দিনের কথা কিছু বলতে পারো আমায়?'

বানর ভাবল একটু, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আপনি যতটা ভাবছেন ততটা ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু, আমার ধরুন, দশটা নাগাদ কাজ মিটে যায়, তার পরে আমি আপনার ঘরে আসতেই পারি। সেটা আপনার জন্য চলবে তো?'

'অবশ্যই,' উত্তর দিলাম আমি। 'খুব ভালো হয় যদি আসার সময় সাথে কয়েকটা বিয়ার নিয়ে আসো।'

'বুঝেছি। ঠাণ্ডা বিয়ার চাই। সাপ্পোরো আনলে হবে?'

'খুব হবে। তুমি কি বিয়ার খাও?'

'খাই, অল্প-স্বল্প।'

'তা হলে বরং দুটো বড় বোতল নিয়ে এসো।'

'তাই আনব। আমার হিসাব ঠিক থাকলে, আপনি উঠেছেন দোতলার 'অ্যারাইসো' স্যুইটে, ঠিক কি না?'

'অবশ্যই ঠিক,' বললাম আমি।

'একটু বেশি বেশি না, আপনার কি মনে হয়?' বানর বলে চলল। 'পাতি পাহাড়ি এলাকার সরাইখানায় ঘরের নাম 'অ্যারাইসো'—প্রস্তর সৈকত?' খুক খুক করে হাসল বানর। আমি এর আগে কখনো কোনো বানরকে হাসতে শুনিনি। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, বানরেরা হাসে, কাঁদেও হয়তো কখনো-সখনো। তবে, এ বানর যখন মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে, এর হাসতে পারা নিয়ে আমার এত অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না।